জন্মপরবর্তী কারণ (Perinatal Causes)	
ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণ	শিশু হাম, মাম্পস দ্বারা সংক্রামিত হলে শিশুর শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দুটো কানই সমভাবে নষ্ট নাও হতে পারে। এ ছাড়া শিশু মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হলে এবং ঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে শিশু গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীতে পরিণত হতে পারে।
ওষুধ	কতকগুলি ওষুধ, যেমন—স্ট্রেপ্টোমাইসিন, কুইনাইন, অ্যামিনো গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি অতিরিক্ত মাত্রায় শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে শিশু বধির হতে পারে।
বাহ্যিক আঘাত	শিশুর কানে যাতে কোনো কঠিন পদার্থ, দূষিত জল, মাটি ইত্যাদি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এগুলি বহিঃকর্ণের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ ছাড়া অত্যধিক ঠান্ডা লাগা, অ্যালার্জি, গলা ফুলে যাওয়া প্রভৃতি মধ্যকর্ণের ক্ষতি করতে পারে।
শব্দদূষণ	নবজাত শিশু যদি অত্যধিক জোরালো শব্দ শোনে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে শিশু বধির হতে পারে।
Otitis Media	শিশুদের বধিরতার অন্যতম কারণ হল Otitis Media। সাধারণত মধ্যকর্ণে কোনো সংক্রমণ হতে যে পুঁজের সৃষ্টি হয়, তাকেই Otitis Media বলে। শিশুর বয়স, যৌনতা, জাতি, জিনগত উপাদান, আবহাওয়া, পরিবেশ এবং আর্থসামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই রোগ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি, যে পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি, সেই পরিবারের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক (*Teele et. al*; 1980)।
Otosclerosis	এই রোগ একপ্রকার অস্থিঘটিত যা পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায়। এই রোগে মধ্যকর্ণের অস্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। ফলে শিশু মধ্যম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়। তবে, অন্য কোনো শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এই ধরনের রোগ হলে তার প্রতিবন্ধিতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

2.2.4. সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy)

A. অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition)

সেরিব্রাল পালসি হল এক ধরনের স্নায়বিক ভারসাম্যহীনতা যা বাচ্চাদের মস্তিষ্ক গঠনের সময় কোনো প্রকার আঘাতজনিত কারণে বা স্নায়ুকোশের ঠিকমতো কাজ না করার কারণে ঘটে থাকে। সেরিব্রাল পালসির জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়া, পেশির সক্ষমতা, কোঅর্ডিনেশন বা ভারসাম্য, সব কিছুই ব্যাহত হয়।

E. কারণসমূহ (Causes)

বধিরতার কারণগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলি হল—

জন্মপূর্ব কারণ (Prenatal Causes)	
বংশগত কারণ	জন্মগত বধির শিশুদের মধ্যে অধিকাংশের বধিরতার কারণ হল বংশগতি। পিতা ও মাতা উভয়েই বধির হলে, তাদের সন্তানের মধ্যে বধিরতা আসতে পারে। বধিরতা জিনবাহিত বৈশিষ্ট্য, তাই জেনেটিক্সের নিয়মানুযায়ী এই বধিরতা পরবর্তী অংশে বাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো কোনো গবেষক এই তথ্য মেনে নেননি। যা হোক, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করলে এই বধিরতার সম্ভাবনা হ্রাস করা যাবে।
রুবেলা সংক্রমণ	গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাসের মধ্যে গর্ভবতী মহিলা রুবেলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হলে, গর্ভস্থ ভ্রূণের কক্লিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশু সম্পূর্ণ বধির ও গভীর শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে। এই কারণে প্রায় 27% শিশু শ্রবণশক্তি হারায় (জ্ঞাত কারণসমূহের মধ্যে)।
সংক্রমিত রোগ	গর্ভাবস্থায় মা সাইটোমেগালো ভাইরাস, টক্সোপ্লাজমোসিস ও হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হলে শিশু শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে। এ ছাড়া মায়ের অন্যান্য রোগ যেমন মধুমেহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস প্রভৃতিও গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে।
ওষুধ ও অ্যালকোহল সেবন	গর্ভবতী মহিলা ম্যালিডোমাইড জাতীয় ওষুধ এবং বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন করলে গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। ফলে নবজাত শিশু শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা সহ বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মাতে পারে।
অপুষ্টি	যদি পিতা-মাতার রক্তের শ্রেণির সামঞ্জস্যতা না থাকে এবং গর্ভবতী মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন তাহলে শিশুর বিকাশ সঠিক নাও হতে পারে এবং শিশু শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে।
জন্মকালীন কারণ (Perinatal Causes)	
জন্মকালীন অসাবধানতা	প্রসবকালীন সময়ে অভিজ্ঞ সহযোগী বা চিকিৎসক না থাকলে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভস্থ অবস্থায় বাহ্যিক চাপ, কাঁচির ব্যবহার, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রভৃতি নবজাত শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। ফলে নবজাত শিশুর শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।
জন্মকালীন শ্বাসকষ্ট	প্রসবকাল প্রলম্বিত হলে বা প্রসবকালীন কোনো অসুবিধা দেখা গেলে বা শিশুর গলায় জন্মনাড়ি পেঁচিয়ে থাকলে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট হয় এবং শিশুর মস্তিষ্কে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিশু বধির হয়।

	শ্রবণশক্তির প্রান্তিক মান	শ্রেণিবিভাগ	প্রভাব
	71 থেকে 90	গুরুতর শ্রবণশক্তিহীনতা	শিশু পরিবেশের উচ্চ শব্দ শনাক্ত করতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক কথোপকথনমূলক বক্তৃতা শুনতে পারে না। কথা বলতে শেখার জন্য সাইন ভাষার প্রয়োজন হয়।

বয়সের উপর ভিত্তি করে

বয়সের উপর ভিত্তি করে বধিরতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—

(ক) **জন্মগত বধিরতা (Congenital Deafness):** জন্মের পর থেকেই যদি কোনোকিছু শুনতে না পায় তাহলে ওই ধরনের বধিরতা হল জন্মগত বধিরতা।

(খ) **সংগঠিত বধিরতা (Organized Deafness):** জন্মের পর ভালোভাবে শুনতে পেলেও পরবর্তী জীবনে কোনো কারণের জন্য শুনতে না পায়, তাহলে ওই ধরনের বধিরতা হল সংগঠিত বধিরতা।

ভাষাগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে

ভাষাগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বধিরতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—

(ক) **ভাষাগত বিকাশের পূর্ববর্তী বধিরতা (Pre-Language Developmental Deafness):** শিশুর জন্মগ্রহণের পর তার ভাষাগত বিকাশের আগেই শ্রবণজনিত ত্রুটির কারণে যে বধিরতা প্রাপ্ত হয় তাকে ভাষাগত বিকাশের পূর্ববর্তী বধিরতা বলা হয়।

(খ) **ভাষাগত বিকাশের পরবর্তী বধিরতা (Post-Language Developmental Deafness):** শিশুর জন্মগ্রহণের পর তার ভাষাগত বিকাশের পরে শ্রবণজনিত ত্রুটির কারণে যে বধিরতা প্রাপ্ত হয় তাকে ভাষাগত বিকাশের পরবর্তী বধিরতা বলা হয়।

(viii) শব্দার্থ, বিমূর্ত চিন্তন, বাক্যের জটিল গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের অসুবিধা দেখা যায়। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেও লিঙ্গা, বিশেষ্য, ক্রিয়া, কাল, বাক্যাংশ ইত্যাদি জনিত ভ্রান্তি দেখা যায়। ফলে শিশু শিক্ষাগত দিকে পিছিয়ে পড়ে।

(ix) সামাজিক বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে অসুবিধা হয়। মানসিক, বৌদ্ধিক, ব্যক্তিসত্তা এবং শিক্ষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। এদের বিকাশের হার অতি নগণ্য।

(x) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের উচ্চারণে ব্যাপক অসংগতি লক্ষ করা যায়। এরা সঠিকভাবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করতে পারে না।

D. প্রকারভেদ (Classification)

বধিরতাকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়ে থাকে। সেইগুলি হল—

শব্দের মাত্রার উপর ভিত্তি করে	শব্দের মাত্রার উপর ভিত্তি করে বধিরতাকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এগুলি নীচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল—		
	শ্রবণশক্তির প্রান্তিক মান	শ্রেণিবিভাগ	প্রভাব
	10 থেকে 15	সাধারণ শ্রবণশক্তি	স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুরা সাধারণ শব্দ শুনতে পায় না।
	16 থেকে 25	সামান্য শ্রবণশক্তিহীনতা	এক্ষেত্রে শিশুরা কিছুটা দূরত্ব থেকে সাধারণ শব্দ শুনতে পায় না।
	26 থেকে 40	মৃদু শ্রবণশক্তিহীনতা	শিশুরা ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা থেকে কিছু শব্দ সঠিকভাবে শুনতে পায় না। যখন শোরগোল হয় বা যখন শিশুটি বক্তার পাশে না দাঁড়িয়ে থাকে তখন এটি আরো বেশি দেখা যায়।
	41থেকে 55	মধ্যম শ্রবণশক্তিহীনতা	শিশুরা কেবল একটি শান্ত পরিবেশে কথোপকথন পর্যায়ে বক্তৃতা শোনে এবং কী বলা হচ্ছে তা অনেক সময় বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে শ্রবণ উপকরণের প্রয়োজন হয়।
	56 থেকে 70	মাঝারি-গুরুতর শ্রবণশক্তিহীনতা	কোনো শ্রবণ উপকরণের সাহায্য ব্যতীত শিশু কোনো কিছু শুনতে পায় না। এই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষার বিকাশ মন্থর হয়।

through audition." (কানে খাটো ব্যক্তি তাকেই বলে যে শ্রবণযন্ত্রকে কানে লাগিয়ে বাকি শ্রবণশক্তিকে ভাষাভিত্তিক তথ্যের সফল প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে)।

The Individual with Disabilities Education Act, USA (1990)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী Hearing impairment means an impairment in hearing whether parmanent or fluctuating, that adversely affects a child's educational performance but that is not included under the definition of deafness. (শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা হল কানে কম শোনা (স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই হোক না কেন) যা শিশুর শিক্ষাকাজ সম্পাদনকে ব্যাহত করে তবে এটিকে বধিরতা বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

Deafness means a hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through hearing, with or without amplification, that adversely affects a child's educational performance. (বধিরতা বলতে এমন শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বোঝায় যার ফলে শিশু যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে কোনো ভাবেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সমর্থ হয় না এবং যার ফলে শিশুর শিক্ষা সম্পাদন ব্যাহত হয়।)

C. বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

(i) যে সমস্ত পরিস্থিতিতে মৌখিক যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, সেখানে তারা খুব অসহায় বোধ করে। ফলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের অভাবে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(ii) স্বভাবের দিক থেকে এরা অন্তর্মুখী ও বদমেজাজি হয়ে থাকে।

(iii) মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটির জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অঙ্গসঞ্চালনগত সমস্যা দেখা যায় বা বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালন অপেক্ষাকৃত দেরিতে হয়।

(iv) এরা সাধারণত চঞ্চল প্রকৃতির, কম মনোযোগী, সংরক্ষণশীল, hyperactive হয়ে থাকে।

(v) এদের বুদ্ধি সাধারণের মতো বা তার চেয়ে কম হয়, ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে এরা পিছিয়ে থাকে। তবে, গবেষণার ফল থেকে জানা যায়, শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক শিশুর মতোই বুদ্ধিমান।

(vi) ভাষা শিখনের পূর্বেই বা জন্মগত শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং ভাষা শিখনের পরে শ্রবণ প্রতিবন্ধী উভয়েই একই যোগাযোগ পন্থা ব্যবহার করে। অবশ্যই এরা স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। মূলত সাধারণ শিশু নিজেই ভাষা শেখে, প্রতিবন্ধী শিশুকে ভাষা শেখাতে হয়।

(vii) উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দুর্বলতা দেখা যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্বলতা আরও ব্যাপক ও স্পষ্ট হয়।

aids) সাহায্যে অথবা সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যের কথা (সাধারণত 70dB বা তার বেশি) শুনতে ও বুঝতে অক্ষম।

শব্দের তীব্রতা (Intensity), চারিত্রিক কার্যগত দিক, প্রতিবন্ধিতা শুরুর বয়সগত দিক থেকে শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রতিক্ষেত্রেই শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার রয়েছে একাধিক শ্রেণিবিভাগ। শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সবচেয়ে বড়ো বাধা হল যোগাযোগের অক্ষমতা। একজন বধির এই তথ্যপূর্ণ পৃথিবীতে এক শূন্য পাত্র। তবে, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা তাকে সমাজের সম্পদ করে তোলা যায়।

B. সংজ্ঞা (Definition)

যারা কানে শুনতে পায় না তাদের বলা হয় কালা বা বধির (Deaf)। কিছু কিছু শিশু আছে যারা জন্মগতভাবে শ্রবণ যন্ত্রের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। এরা কানে শোনে না। আবার যেসব শিশু জন্মগতভাবে কানে শুনতে পায় না তারা কথা বলতেও শেখে না অর্থাৎ তাদের বাচনিক বিকাশ (Speech development)-ও হয় না। কারণ মানুষ কথা বলতে শেখে বড়োদের কথা শুনে তাদের অনুকরণের মাধ্যমে। শ্রবণশক্তিহীনতার জন্য তাদের ভাষার বিকাশ (Language development) হতেই পারে না। এই কারণে জন্মগতভাবে যারা বধির (Deaf) তারা জন্মগতভাবে মূক বা বোবা (Dumb) হয়।

মনোবিদ **অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ** বলেছেন—"জন্ম থেকে যে শিশু শ্রবণশক্তিহীন হয়ে জন্মেছে অথবা যে শিশু এই ক্ষমতা হারিয়েছে প্রাক্-শৈশবে বাচনিক ভঙ্গি অর্জন করা এবং ভাষার বিকাশের আগেই তাকে বলা হয় বধির" (A child who is born with little or no hearing or who has suffered the loss early in infancy before speech and language patterns are acquired is said to be deaf)। এই শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই বোবা হয়।

যে শিশু জন্মাবার পর প্রথম দুই বা তিন বছরের মধ্যে শ্রবণশক্তিহীনতায় ভোগে এবং স্বাভাবিক কারণেই এই সময়ের মধ্যে যারা ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে পারে না তাদের বধির বলে বিবেচনা করা হয় (The child who suffers a hearing loss in the first two or three years of life and as a consequence does not acquire language naturally is considered deaf)।

অন্যদিকে ভাষাজ্ঞান হওয়ার পর শব্দকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করার সব সামর্থ্য যাদের লোপ পায় অথচ কথা বোঝা যায় তাদের বলা হয় আংশিক বধির বা কানে খাটো (A child was loses all ability to detect sound after having learned language is called hard of hearing if his speech remains understandable)।

Brill, MacNeil and ***Newman*** (1986) বলেছেন—"A hard of hearing person is the one who generally with the use of a hearing aid, has residual hearing sufficient to enable successful processing of linguistic information

ক্যাটারেকট (Cataract)	ব্যক্তির চোখের সামনে যে দ্বি-উত্তল স্বচ্ছ লেন্স আছে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছতাই হল ছানি বা ক্যাটারেকট। সাধারণত একটু বেশি বয়সে ব্যক্তির মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।
জেরপথালমিয়া (Xerophthalmia)	এটি হল ভিটামিন A-এর অভাবে সৃষ্ট এক প্রকার কর্নিয়া জনিত রোগ। সাধারণত ছোটো ছোটো শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল— • চোখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া। • ক্রমাগত চুল পড়তে থাকা। • প্রায় পেট ব্যথা করা। • শিশুর নখগুলি ক্ষয়ে যায়।
অন্যান্য ব্যাধি (Other Diseases)	এগুলি ছাড়া আরও কিছু চোখের ব্যাধি দেখা যায়। যেমন—বুফথালমিয়া (Buphthalmia), আলবিনিসম (Albinism), রেটিনোব্লাসটোমা (Retinoblastoma) ইত্যাদি।

(খ) **সাধারণ ব্যাধি (General Disease):** আমাদের দেশে শিশুদের দৃষ্টিহীনতার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাধি হল সিফিলিস (Syphilis)। এটি প্রকৃতিতে বংশগত এবং পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের দর্শন স্নায়ুর সঙ্গে এই রোগটি জড়িত। এছাড়া পুষ্টির অভাব, ভিটামিনA-এর অভাবে চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দৃষ্টিক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কিডনির ব্যাধি অনেকসময় দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতার জন্য দায়ী।

(গ) **আঘাত (Injuries):** আঘাতের ফলে অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় আঘাতের ফলে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনও হয়ে যায়।

2.2.3. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment)

A. অর্থ (Meaning)

'শ্রবণ প্রতিবন্ধী' বিশেষ শিক্ষায় ব্যবহৃত একটি আধুনিক শব্দ। পূর্বে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বধির, কানে খাটো, কালা প্রভৃতি বলে ডাকা হত। অবশ্য বর্তমান কালেও এদের ব্যবহার নেই তা নয়। যা হোক, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তিকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলা যাবে, যার শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের (Hearing

কনজেনিটাল ক্যাটারেকট (Congenital Cataract)	যখন রুবেলাতে (Rubella) সংক্রমণ হয় তখন এটি দেখা যায়।
কনজাঙ্কটিভাইটিস (Conjunctivities)	কর্নিয়া এবং অক্ষিপল্লবের মধ্যে অবস্থিত পাতলা মিউকাস আবরণী যখন কনজাঙ্কটিভা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এটি দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল— • চোখ লাল হয়ে ওঠা • চোখ সর্বদা জ্বালা করা • চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া • চোখ থেকে ক্রমাগত জল ঝরা • চোখের পাতা ফুলে যায় • কোনো ধরনের আলো সহ্য করতে না পারা
ট্রাকোমা (Trachoma)	চোখের কনজাঙ্কটিভা এবং কর্নিয়া যখন ক্ল্যালমিডিয়া ট্রাকোমাটিস নামক জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এপিথেলিয়াম কলা আক্রান্ত হয়। একে বলা হয় ট্রাকোমা। এই রোগের লক্ষণগুলি হল— • চোখে প্রচণ্ড জ্বালা বা চুলকানি অনুভূত হওয়া। • চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া। • চোখ থেকে ক্রমাগত জল ঝরা। • চোখে ছোটো ছোটো পিচুটি দেখতে পাওয়া। • চোখে আলো পড়লে অস্বস্তি বোধ করা।
গ্লুকোমা (Glaucoma)	চোখের রক্তনালিগুলি যখন প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যায় বা কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন এই রোগ দেখা যায়। এটি কোনো সংক্রমণজনিত রোগ নয়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল— • চোখ লাল হয়ে ওঠা। • কর্নিয়া বড়ো এবং গোলাকার হয়ে ওঠে। • চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ে। • এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সবসময় চোখ বন্ধ করে রাখে। • দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে ওঠে। • চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া। • চোখে ও মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া।

দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/1,000 থেকে কম বা দৃষ্টিগত পরিসর প্রায় 0° কাছাকাছি	সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনতার কাছাকাছি
কোনো ধরনের প্রত্যক্ষণ নেই	সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনতা।

শিক্ষাগত দিক থেকে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। একটি হল সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Totally Blind) এবং অপরটি হল আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন (Partially Sighted)।

সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Totally Blind)	সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশু হল তারাই যারা কোনো ধরনের দৃশ্যমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম এবং এদেরকে অন্য কোনো মাধ্যমের দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন (Partially Sighted)	এই ধরনের শিশুরা শিক্ষাগ্রহণের সময় দৃশ্যমূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে। এখানে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করার জন্য চশমা বা লেন্সের সাহায্য নিয়ে থাকে।

E. কারণসমূহ (Causes)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণগুলি আমরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি। এগুলি হল—

(ক) জন্মগত ও বিকাশজনিত কারণ (Congenital and Developmental Causes)

(খ) সাধারণ ব্যাধি (General Disease)

(গ) আঘাত (Injuries)

(ক) জন্মগত ও বিকাশজনিত কারণ (Congenital and Developmental Causes): দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণগুলির মধ্যে জন্মগত ও বিকাশজনিত কারণ হল প্রধান। এগুলি হল—

অ্যানফথালমিয়া (Anophthalmia)	যখন শিশুর একটি অথবা দুটি চোখের বিকাশ যথাযথ হয় না।
মাইক্রপথালমিয়া (Microphthalmia)	যখন শিশুর একটি অথবা দুটি চোখের বলের আকার ছোটো হয়।
অক্সিচিফ্যালি (Oxycephaly)	মস্তিষ্কের গঠনগত সমস্যার জন্য দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া।
অ্যান্ট্রিডিয়া (Antridia)	এইক্ষেত্রে শিশু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং চোখের বলের অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখা যায়।

- **স্কুইন্টস (Squints):** এই ধরনের অক্ষমতা সাধারণভাবে ঘটে থাকে। এই অক্ষমতার কারণ হল চোখ বাইরে বেরিয়ে আসা বা ভিতরে ঢুকে যাওয়া। এর ফলে শিশু কোনো একটি বস্তুকে জোড়া হিসেবে দেখে থাকে।
- **নিসটাগমাস (Nystagmus):** এই ধরনের অক্ষমতায় শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত চোখের অস্থিরতা দেখা যায়। এটি সাধারণত মস্তিষ্কজনিত সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। চশমা, অনুশীলন এবং সার্জারির মাধ্যমে এই অক্ষমতা দূর করা সম্ভব।
- **শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য (Educational Characteristics):** মনোবিজ্ঞানী *Hangers*-এর মতে শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সক্ষম দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই ধরনের শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে।
- **সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics):** সামাজিক অভিযোজনের ক্ষেত্রেও আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সক্ষম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের শিশুরা তাদের দলের অন্যান্য শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকে।
- **ব্যক্তিত্ব (Personality):** সাধারণ শিশুদের সঙ্গে এই আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ব্যক্তিত্ব গঠনে আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক সাহায্য করে থাকে।

D. প্রকারভেদ (Classification)

World Health Organization (WHO) ব্যক্তিদের দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতার উপর ভিত্তি করে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ করেছিল। এটি নিম্নে তালিকার মাধ্যমে উল্লেখ করা হল—

দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/20 বা দৃষ্টিগত পরিসর 180°, 140°	উন্নত দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/30 থেকে 20/60 বা দৃষ্টিগত পরিসর 120°, 80°	মৃদু দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা বা স্বাভাবিকের থেকে কিছু কম দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/70 থেকে 20/160 বা দৃষ্টিগত পরিসর 60°, 30°	মধ্যম দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা বা মধ্যম দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/200 থেকে 20/400 বা দৃষ্টিগত পরিসর 20°, 15°	গুরুতর দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/500 থেকে 20/1, 000 বা দৃষ্টিগত পরিসর 10°	তীব্রতর দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা

ক্যাটারেকট (Cataract)	ব্যক্তির চোখের সামনে যে দ্বি-উত্তল স্বচ্ছ লেন্স আছে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছতাই হল ছানি বা ক্যাটারেকট। সাধারণত একটু বেশি বয়সে ব্যক্তির মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।
জেরপথালমিয়া (Xerophthalmia)	এটি হল ভিটামিন A-এর অভাবে সৃষ্ট এক প্রকার কর্নিয়া জনিত রোগ। সাধারণত ছোটো ছোটো শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল— • চোখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া। • ক্রমাগত চুল পড়তে থাকা। • প্রায় পেট ব্যথা করা। • শিশুর নখগুলি ক্ষয়ে যায়।
অন্যান্য ব্যাধি (Other Diseases)	এগুলি ছাড়া আরও কিছু চোখের ব্যাধি দেখা যায়। যেমন—বুফথালমিয়া (Buphthalmia), আলবিনিসম (Albinism), রেটিনোব্লাসটোমা (Retinoblastoma) ইত্যাদি।

(খ) **সাধারণ ব্যাধি (General Disease):** আমাদের দেশে শিশুদের দৃষ্টিহীনতার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাধি হল সিফিলিস (Syphilis)। এটি প্রকৃতিতে বংশগত এবং পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের দর্শন স্নায়ুর সঙ্গে এই রোগটি জড়িত। এছাড়া পুষ্টির অভাব, ভিটামিনA-এর অভাবে চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দৃষ্টিক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কিডনির ব্যাধি অনেকসময় দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতার জন্য দায়ী।

(গ) **আঘাত (Injuries):** আঘাতের ফলে অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় আঘাতের ফলে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনও হয়ে যায়।

2.2.3. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment)

A. অর্থ (Meaning)

'শ্রবণ প্রতিবন্ধী' বিশেষ শিক্ষায় ব্যবহৃত একটি আধুনিক শব্দ। পূর্বে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বধির, কানে খাটো, কালা প্রভৃতি বলে ডাকা হত। অবশ্য বর্তমান কালেও এদের ব্যবহার নেই তা নয়। যা হোক, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তিকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলা যাবে, যার শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের (Hearing

- **বুদ্ধিগত দিক (Aspect of Intelligence):** বুদ্ধিগত দিক থেকেও সাধারণ শিশু এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় এই দৃষ্টিহীন শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির গঠনে অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে।
- **ধারণা গঠন (Concept Formation):** ধারণা গঠনে এবং জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ দৃষ্টিহীন শিশুরা শিখনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে যা তাদের ধারণার গঠনকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানজনিত শিখন (Spatial Learning):** দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে স্থানজনিত সমস্যা দেখা যায়। কারণ এরা দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে না। স্থানজনিত শিখনে এই ধরনের শিশুরা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে থাকে।
- **স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা (Tactual Experiences):** দৃষ্টিহীন শিশুরা তাদের ধারণা গঠনের জন্য দুই ধরনের স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে থাকে। একটি হল সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Synthetic Touch) এবং বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Analytic Touch)। সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ তখনই করে থাকে যখন বস্তুর আকৃতি বা আকার অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং চেনার জন্য শিশু একটি বা দুটি হাত ব্যবহার করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বড়ো আকারের বস্তু চেনার জন্য শিশু এই ধরনের স্পর্শ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—কাউকে চেনা। কোনো বস্তুর বিশেষ অংশগুলি চেনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ ব্যবহার করা হয়। এই স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিহীন শিশুদের বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা (Educational Achievement):** শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের অপেক্ষা কম পারদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত Under achiever হয়ে থাকে। কারণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দৃষ্টিহীন শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।
- **অনুকরণ (Imitation):** অনুকরণের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিখে থাকে। যেমন—বচন বা বক্তৃতা। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে এটি শিখতে পারে না। তারা শুধুমাত্র শ্রবণ এবং স্পর্শ ক্ষমতাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।
- **বিচলন দক্ষতা (Skill of Mobility):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের অভিযোজন দক্ষতা গঠনের সবথেকে ভালো পদ্ধতি হল তাদের বিচলন দক্ষতা। বিচলন হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের দক্ষতা। কিছু দৃষ্টিহীন শিশু আছে যারা অতি সহজে চলাচল করতে পারে আবার কিছু আছে যারা করতে পারে না। এর জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ যাদের বিচলন দক্ষতা ভালো তারা সহজে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

- **বুদ্ধিগত দিক (Aspect of Intelligence):** বুদ্ধিগত দিক থেকেও সাধারণ শিশু এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় এই দৃষ্টিহীন শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির গঠনে অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে।
- **ধারণা গঠন (Concept Formation):** ধারণা গঠনে এবং জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ দৃষ্টিহীন শিশুরা শিখনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে যা তাদের ধারণার গঠনকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানজনিত শিখন (Spatial Learning):** দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে স্থানজনিত সমস্যা দেখা যায়। কারণ এরা দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে না। স্থানজনিত শিখনে এই ধরনের শিশুরা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে থাকে।
- **স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা (Tactual Experiences):** দৃষ্টিহীন শিশুরা তাদের ধারণা গঠনের জন্য দুই ধরনের স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে থাকে। একটি হল সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Synthetic Touch) এবং বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Analytic Touch)। সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ তখনই করে থাকে যখন বস্তুর আকৃতি বা আকার অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং চেনার জন্য শিশু একটি বা দুটি হাত ব্যবহার করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বড়ো আকারের বস্তু চেনার জন্য শিশু এই ধরনের স্পর্শ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—কাউকে চেনা। কোনো বস্তুর বিশেষ অংশগুলি চেনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ ব্যবহার করা হয়। এই স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিহীন শিশুদের বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা (Educational Achievement):** শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের অপেক্ষা কম পারদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত Under achiever হয়ে থাকে। কারণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দৃষ্টিহীন শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।
- **অনুকরণ (Imitation):** অনুকরণের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিখে থাকে। যেমন—বচন বা বক্তৃতা। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে এটি শিখতে পারে না। তারা শুধুমাত্র শ্রবণ এবং স্পর্শ ক্ষমতাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।
- **বিচলন দক্ষতা (Skill of Mobility):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের অভিযোজন দক্ষতা গঠনের সবথেকে ভালো পদ্ধতি হল তাদের বিচলন দক্ষতা। বিচলন হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের দক্ষতা। কিছু দৃষ্টিহীন শিশু আছে যারা অতি সহজে চলাচল করতে পারে আবার কিছু আছে যারা করতে পারে না। এর জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ যাদের বিচলন দক্ষতা ভালো তারা সহজে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

- **স্কুইন্টস (Squints):** এই ধরনের অক্ষমতা সাধারণভাবে ঘটে থাকে। এই অক্ষমতার কারণ হল চোখ বাইরে বেরিয়ে আসা বা ভিতরে ঢুকে যাওয়া। এর ফলে শিশু কোনো একটি বস্তুকে জোড়া হিসেবে দেখে থাকে।
- **নিসটাগমাস (Nystagmus):** এই ধরনের অক্ষমতায় শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত চোখের অস্থিরতা দেখা যায়। এটি সাধারণত মস্তিষ্কজনিত সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। চশমা, অনুশীলন এবং সার্জারির মাধ্যমে এই অক্ষমতা দূর করা সম্ভব।
- **শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য (Educational Characteristics):** মনোবিজ্ঞানী *Hangers*-এর মতে শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সক্ষম দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই ধরনের শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে।
- **সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics):** সামাজিক অভিযোজনের ক্ষেত্রেও আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সক্ষম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের শিশুরা তাদের দলের অন্যান্য শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকে।
- **ব্যক্তিত্ব (Personality):** সাধারণ শিশুদের সঙ্গে এই আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ব্যক্তিত্ব গঠনে আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক সাহায্য করে থাকে।

D. প্রকারভেদ (Classification)

World Health Organization (WHO) ব্যক্তিদের দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতার উপর ভিত্তি করে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ করেছিল। এটি নিম্নে তালিকার মাধ্যমে উল্লেখ করা হল—

দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/20 বা দৃষ্টিগত পরিসর 180°, 140°	উন্নত দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/30 থেকে 20/60 বা দৃষ্টিগত পরিসর 120°, 80°	মৃদু দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা বা স্বাভাবিকের থেকে কিছু কম দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/70 থেকে 20/160 বা দৃষ্টিগত পরিসর 60°, 30°	মধ্যম দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা বা মধ্যম দৃষ্টিশক্তি
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/200 থেকে 20/400 বা দৃষ্টিগত পরিসর 20°, 15°	গুরুতর দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা
দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা 20/500 থেকে 20/1, 000 বা দৃষ্টিগত পরিসর 10°	তীব্রতর দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিতা

- **বুদ্ধিগত দিক (Aspect of Intelligence):** বুদ্ধিগত দিক থেকেও সাধারণ শিশু এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় এই দৃষ্টিহীন শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির গঠনে অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে।
- **ধারণা গঠন (Concept Formation):** ধারণা গঠনে এবং জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ দৃষ্টিহীন শিশুরা শিখনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে যা তাদের ধারণার গঠনকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানজনিত শিখন (Spatial Learning):** দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে স্থানজনিত সমস্যা দেখা যায়। কারণ এরা দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে না। স্থানজনিত শিখনে এই ধরনের শিশুরা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে থাকে।
- **স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা (Tactual Experiences):** দৃষ্টিহীন শিশুরা তাদের ধারণা গঠনের জন্য দুই ধরনের স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে থাকে। একটি হল সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Synthetic Touch) এবং বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Analytic Touch)। সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ তখনই করে থাকে যখন বস্তুর আকৃতি বা আকার অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং চেনার জন্য শিশু একটি বা দুটি হাত ব্যবহার করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বড়ো আকারের বস্তু চেনার জন্য শিশু এই ধরনের স্পর্শ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—কাউকে চেনা। কোনো বস্তুর বিশেষ অংশগুলি চেনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ ব্যবহার করা হয়। এই স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিহীন শিশুদের বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা (Educational Achievement):** শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের অপেক্ষা কম পারদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত Under achiever হয়ে থাকে। কারণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দৃষ্টিহীন শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।
- **অনুকরণ (Imitation):** অনুকরণের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিখে থাকে। যেমন—বচন বা বক্তৃতা। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে এটি শিখতে পারে না। তারা শুধুমাত্র শ্রবণ এবং স্পর্শ ক্ষমতাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।
- **বিচলন দক্ষতা (Skill of Mobility):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের অভিযোজন দক্ষতা গঠনের সবথেকে ভালো পদ্ধতি হল তাদের বিচলন দক্ষতা। বিচলন হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের দক্ষতা। কিছু দৃষ্টিহীন শিশু আছে যারা অতি সহজে চলাচল করতে পারে আবার কিছু আছে যারা করতে পারে না। এর জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ যাদের বিচলন দক্ষতা ভালো তারা সহজে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

- **বুদ্ধিগত দিক (Aspect of Intelligence):** বুদ্ধিগত দিক থেকেও সাধারণ শিশু এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় এই দৃষ্টিহীন শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির গঠনে অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে।
- **ধারণা গঠন (Concept Formation):** ধারণা গঠনে এবং জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ দৃষ্টিহীন শিশুরা শিখনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে যা তাদের ধারণার গঠনকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানজনিত শিখন (Spatial Learning):** দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে স্থানজনিত সমস্যা দেখা যায়। কারণ এরা দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে না। স্থানজনিত শিখনে এই ধরনের শিশুরা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে থাকে।
- **স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা (Tactual Experiences):** দৃষ্টিহীন শিশুরা তাদের ধারণা গঠনের জন্য দুই ধরনের স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে থাকে। একটি হল সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Synthetic Touch) এবং বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Analytic Touch)। সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ তখনই করে থাকে যখন বস্তুর আকৃতি বা আকার অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং চেনার জন্য শিশু একটি বা দুটি হাত ব্যবহার করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বড়ো আকারের বস্তু চেনার জন্য শিশু এই ধরনের স্পর্শ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—কাউকে চেনা। কোনো বস্তুর বিশেষ অংশগুলি চেনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ ব্যবহার করা হয়। এই স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিহীন শিশুদের বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা (Educational Achievement):** শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের অপেক্ষা কম পারদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত Under achiever হয়ে থাকে। কারণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দৃষ্টিহীন শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।
- **অনুকরণ (Imitation):** অনুকরণের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিখে থাকে। যেমন—বচন বা বক্তৃতা। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে এটি শিখতে পারে না। তারা শুধুমাত্র শ্রবণ এবং স্পর্শ ক্ষমতাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।
- **বিচলন দক্ষতা (Skill of Mobility):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের অভিযোজন দক্ষতা গঠনের সবথেকে ভালো পদ্ধতি হল তাদের বিচলন দক্ষতা। বিচলন হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের দক্ষতা। কিছু দৃষ্টিহীন শিশু আছে যারা অতি সহজে চলাচল করতে পারে আবার কিছু আছে যারা করতে পারে না। এর জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ যাদের বিচলন দক্ষতা ভালো তারা সহজে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

- **বুদ্ধিগত দিক (Aspect of Intelligence):** বুদ্ধিগত দিক থেকেও সাধারণ শিশু এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় এই দৃষ্টিহীন শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির গঠনে অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে।
- **ধারণা গঠন (Concept Formation):** ধারণা গঠনে এবং জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলেও আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ দৃষ্টিহীন শিশুরা শিখনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে যা তাদের ধারণার গঠনকে প্রভাবিত করে।
- **স্থানজনিত শিখন (Spatial Learning):** দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে স্থানজনিত সমস্যা দেখা যায়। কারণ এরা দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে না। স্থানজনিত শিখনে এই ধরনের শিশুরা অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে থাকে।
- **স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা (Tactual Experiences):** দৃষ্টিহীন শিশুরা তাদের ধারণা গঠনের জন্য দুই ধরনের স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে থাকে। একটি হল সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Synthetic Touch) এবং বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ (Analytic Touch)। সংশ্লেষণাত্মক স্পর্শ তখনই করে থাকে যখন বস্তুর আকৃতি বা আকার অনেক ক্ষুদ্র হয় এবং চেনার জন্য শিশু একটি বা দুটি হাত ব্যবহার করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বড়ো আকারের বস্তু চেনার জন্য শিশু এই ধরনের স্পর্শ ব্যবহার করে থাকে। যেমন—কাউকে চেনা। কোনো বস্তুর বিশেষ অংশগুলি চেনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক স্পর্শ ব্যবহার করা হয়। এই স্পর্শজনিত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিহীন শিশুদের বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা (Educational Achievement):** শিক্ষাগত পারদর্শিতার দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের অপেক্ষা কম পারদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত Under achiever হয়ে থাকে। কারণ, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দৃষ্টিহীন শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না।
- **অনুকরণ (Imitation):** অনুকরণের মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিখে থাকে। যেমন—বচন বা বক্তৃতা। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে এটি শিখতে পারে না। তারা শুধুমাত্র শ্রবণ এবং স্পর্শ ক্ষমতাকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।
- **বিচলন দক্ষতা (Skill of Mobility):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের অভিযোজন দক্ষতা গঠনের সবথেকে ভালো পদ্ধতি হল তাদের বিচলন দক্ষতা। বিচলন হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের দক্ষতা। কিছু দৃষ্টিহীন শিশু আছে যারা অতি সহজে চলাচল করতে পারে আবার কিছু আছে যারা করতে পারে না। এর জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ যাদের বিচলন দক্ষতা ভালো তারা সহজে চলাচল করতে সক্ষম হয়।

- **দৃষ্টি ক্ষেত্র (Field of Vision):** একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষেত্র 180°-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। দৃষ্টির ক্ষেত্র হল একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তার উভয় চোখের মাধ্যমে কতকখানি অঞ্চল বা ক্ষেত্র দেখতে পারছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির দৃষ্টির ক্ষেত্র 20° (Field of View 20°) বলতে বোঝায়, ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অঞ্চল 20° ঘনকোণ উৎপন্ন করবে এবং ব্যক্তি তার মধ্য দিয়ে দেখতে পারবে। এটিকে আবার Tunnel Vision বলা হয়ে থাকে।

2. শিক্ষাগত সংজ্ঞা (Educational Definition)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিক্ষাগত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাকেই বলা হবে যার দৃষ্টিশক্তি খুবই কম বা দৃষ্টিগত কোনো সমস্যার কারণে সে দৃষ্টিগত পদ্ধতির (Visual Method) মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে অক্ষম (A completely visual impaired person is one whose vision is so limited/ defective that he can not be educated through visual methods.)।

C. বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

শিক্ষাগত দিক থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Blind) এবং আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন (Partially Sighted) এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এই দুটি শ্রেণির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

1. সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Blind Children)

সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- **ভাষার বিকাশ (Language Development):** বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা শিশুদের ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা হিসেবে কাজ করে না। বরং এই ধরনের শিশুরা যোগাযোগের জন্য ভাষার শিখনে এবং ভাষার ব্যবহারে আংশিক দৃষ্টিহীন শিশুদের থেকে অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে থাকে। তবে স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে এবং দৃষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে ভাষার শিখনে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। স্বাভাবিক শিশুরা তাদের সংবেদনজাত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষার বিকাশ করে থাকে। কিন্তু একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি ভাষার শিখনের ক্ষেত্রে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে থাকে।
- **দৈহিক বিকাশ (Physical Development):** সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা, শিশুর দৈহিক বিকাশে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলে না। ব্যক্তির ওজন, উচ্চতা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু সঞ্চালনমূলক বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন শিশু এবং সাধারণ শিশুর মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

B. সংজ্ঞা (Definition)

1. আইনগত সংজ্ঞা (Legal Definition)

1934 খ্রিস্টাব্দে 'American Medical Association' দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার একটি সংজ্ঞা প্রদান করেন। সেখানে বলা হয়, যে সমস্ত ব্যক্তির ভালো চোখে যে লেন্স ব্যবহার করার পরেও ভিসুয়াল অ্যাকুইটি 20/200 বা তার থেকে কম অথবা ভিসুয়াল অ্যাকুইটি 20/200-এর বেশি কিন্তু ভালো চোখে দৃষ্টি ক্ষেত্র 20°-এর বেশি নয় তাদেরকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হয়। ("Blindness is visual acuity for distant vision of 20/200 or less than in the better eye, with best correction, or visual acuity more than 20/200 if the widest diameter of field of vision subtends an angle not greater than 20 degrees.")

'American Medical Association' দ্বারা প্রদেয় এই সংজ্ঞাটি পরবর্তীকালে সমস্ত দিক থেকে গৃহীত হয়েছিল। এই সংজ্ঞায় যে সমস্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। এই শব্দগুলিকে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল।

- **ভিসুয়াল অ্যাকুইটি (Visual acquity):** ভিসুয়াল অ্যাকুইটি হল দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যা ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এর মাধ্যমে ব্যক্তি কতখানি স্পষ্ট দেখতে পায় তা বোঝানো হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই ভিসুয়াল অ্যাকুইটি কম থাকে।
- **20/200 (20/200):** একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি 200 ফুট দূরত্ব থেকে যে বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্র 20 ফুট দূরত্ব থেকে সেই বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায়। এই অনুপাত মিটার এককে হয়।
- **ভালো চোখ (Better Eye):** কোনো ব্যক্তির দুটি চোখের মধ্যে যদি সমস্যা থাকে বা দুটি চোখের মাধ্যমে যদি দেখতে না পায় তখন তাকে অন্ধ বলা হয়। ব্যক্তির দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তার দুটি চোখের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণত দুটি চোখের মধ্যে একটি যদি ভালো এবং অপরটি যদি খারাপ থাকে তবে ভালো চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বিচার করা হয়ে থাকে।
- **Best Correction:** যদি কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিগত অক্ষমতা চশমা বা লেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হয় তখন তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা যাবে না। চশমা বা লেন্স ব্যবহার করার পরেও যদি তার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক পর্যায়ে না আসে তখন তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হয়ে থাকে।

C. কারণসমূহ (Causes)

বিকলাঙ্গতার জন্য কোনো নির্দিষ্ট একটি কারণ দায়ী নয়। বরং বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা দেখা যায়। যেমন—

1. **বংশগত কারণ:** শিশু জন্মগতভাবে দৈহিক কিছু বৈশিষ্ট্য বংশগত উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়ে থাকে। এমনকি বংশগত কিছু ত্রুটিও শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবেই দেখা যায়। যেমন—বাঁকা হাত, জোড়া আঙুল, বাঁকা পা ইত্যাদি।
2. **জন্মগত কারণ:** বংশগত প্রভাব ছাড়াও জন্মগত শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে। প্রধানত গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি, সংক্রমণজনিত রোগের আক্রমণ এবং অতিরিক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধের ব্যবহারে মায়ের গর্ভে শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। যেমন—বাঁকা ঠোঁট, বাঁকা পা, ধনুকাকৃতি পা, অস্থি বা কোনো প্রত্যঙ্গের অসম্পূর্ণ গঠন ইত্যাদি।
3. **পরিবেশগত কারণ:** পরিবেশগত কারণেও শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে। যেমন—অপরিণত শিশুর জন্ম হলে, প্রসবকালে সমস্যা দেখা দিলে, ওষুধের ভুল প্রয়োগ হলে, সংক্রমণ জনিত রোগ, যেমন—হুপিং কাশি, হাম, জ্বর, যক্ষ্মা, রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে, কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে, অপুষ্টিতে ভুগলে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে। এ ছাড়া দারিদ্র্যের কারণে, অসহায়তার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে শিশুর সঠিক যত্ন না হলেও শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

2.2.2. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা (Visual Impairment)

A. অর্থ (Meaning)

আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাইরের জগতকে পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে। চোখের মাধ্যমেই উদ্দীপক থেকে আগত উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং আমাদের দৃষ্টিগত সংবেদন হয়। যে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের সংবেদন হয় তার মধ্যে চোখ হল অন্যতম জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দৃষ্টিশক্তি ব্যক্তিকে তার সমস্ত জীবনব্যাপী দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৃত্তিগত এবং শিক্ষাগত দিক থেকে সাহায্য করে থাকে। যাই হোক, এটি বলা যায় যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হল চোখের যে-কোনো ধরনের সমস্যা যা শিশুদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে বাঁধা দান করে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বলতে আবার দৃষ্টিহানি বা দৃষ্টিলোপ হওয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা হল গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। প্রথমে এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের একটি নেতিবাচক মনোভাব দেখা যেত। কারণ এই ধরনের ব্যক্তিদের বলা হত অন্ধ। তবে ধীরে ধীরে সামাজিক চিন্তাধারা পরিবর্তন হতে থাকে এবং এই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত শিশুদের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগরিত হয় এবং তাদের পুনর্বাসন ও সামাজিক অধিকার ও মর্যাদাদানের

2.1.3. বিকলাঙ্গ (Handicap)

Impairment এবং Disability-র প্রভাবে কোনো ব্যক্তি যখন তার পরিবেশের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয় তখনই তাকে Handicap বলা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে যখন এমন একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যা কোনোপ্রকার সংশোধনীর দ্বারা অতিক্রম করা যায় না, তখনই তাকে Handicap বা প্রতিবন্ধিতা বলা হয়। যেমন—কোনো ব্যক্তি যদি বর্ণান্ধ (Colour Blind) হয়, তবে এই বর্ণান্ধতার প্রভাবে কৃষিকাজ করার ক্ষেত্রে তার মধ্যে হয়তো কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ওই বর্ণান্ধ ব্যক্তি যদি ট্রেনের চালক হতে চায়, তবে বর্ণান্ধতা এক্ষেত্রে তার কাছে প্রতিবন্ধক হবে এবং সে প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

2.2. বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা (Types of Impairment)

2.2.1. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা (Orthopedical Impairment)

A. অর্থ (Meaning)

এইপ্রকার প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—খোঁড়া, Crippled ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত দেহ ও পেশিগত প্রতিবন্ধিতা শিশুদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে, তাদেরকে অস্থিগত প্রতিবন্ধিতা বলা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশু যাদের পড়াশোনা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের স্বাস্থ্য প্রতিবন্ধী বলা হয়। এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—যক্ষ্মা, বাতজ জ্বর, পক্ষাঘাত, হাঁপানি, অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি।

B. বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

নিম্নে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো শিশুকে বিকলাঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

- দেহের গঠনে ত্রুটি থাকলে।
- দেহের বিভিন্ন সন্ধিস্থলে নিয়মিত ব্যথা অনুভূত হলে।
- স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে না পারলে।
- অঙ্গহানি হলে।
- বসতে ও দাঁড়াতে সমস্যা হলে।
- বিভিন্ন পেশি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুনিয়ন্ত্রিত না হলে।
- নড়াচড়ায় জড়তা থাকলে এবং
- কোনো বস্তু ধরা, তোলা বা রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে।

2

ভিন্নতরভাবে সক্ষম
(Differently Abled)

2.1. প্রতিবন্ধকতা, অক্ষমতা এবং বিকলাঙ্গার ধারণা (Concept of Impairment, Disability and Handicap)

2.1.1. প্রতিবন্ধকতা (Impairment)

Impairment বলতে মূলত দৈহিক গঠন, আকৃতি এবং অঙ্গাসংস্থানগত কোনো অস্বাভাবিকতাকে বোঝায়। প্রধানত অঙ্গাসংস্থান বা পেশিগত প্রতিবন্ধকতাকে বোঝাতে Impairment কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির হয়তো ডান হাতের দুটি আঙুল নেই। এই আঙুল দুটোর অভাব তাঁর কোনো বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে হয়তো সামান্য অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই অসুবিধা তাঁর সামগ্রিক অগ্রগতিতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কাজেই এই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী (Handicapped) না বলে Impaired বলাই শ্রেয়।

2.1.2. অক্ষমতা (Disability)

শারীরিক গঠন, অঙ্গাসংস্থানগত এবং পেশিগত কোনো অসুবিধা যদি কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় Disability। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সাধারণভাবে বিশেষ কাজ করতে সক্ষম নয়। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সাহায্যে অর্থাৎ চিকিৎসা বা অন্যান্য সংশোধনী ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এই Disability-র মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন—কোনো একজন ব্যক্তির হয়তো দৃষ্টিশক্তি কিছু মাত্রায় কম। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি খালি চোখে যা দেখতে পায় ওই ব্যক্তি তা পায় না। কিন্তু যদি ওই ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে চশমা দেওয়া যায়, তাহলে সে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মতোই সবকিছু দেখতে পায়। এক্ষেত্রে তার চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তার মধ্যে যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে সেটাই হল Disability।